দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 JAN 2003 ..
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ৭ ...

গ্রন্থাগার বর্ষ প্রসঙ্গে

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদ জিয়া ২০০৩ সালকে গ্রন্থাগার বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। টেলিভিশন, ইন্টারনেটের এই যুগেও তথ্য সরবরাহে ও সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশে গ্রন্থাগারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আলেকজান্দ্রিয়ার কিংবা তক্ষশীলার গ্রন্থাগারের কথা আমরা প্রাচীন ইতিহাসে পড়েছি। আর্য আমলে, বৌদ্ধযুগে কিংবা মধ্যযুগে এদেশে গ্রন্থাগার ছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তি ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা ছাড়া আপামর জনসাধারণের তা ব্যবহারের সুযোগ ছিল না, বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ থেকে আমরা অনেক মূল্যবান পুঁথি পেয়েছি। মধ্যযুগে ধর্মীয়, ব্যক্তিগত ও ইম্পিরিয়াল বা সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল। বাবর, হুমায়ুন ও আকবরের সময়ে গ্রন্থাগারকে কেতাবখানা, গ্রন্থাগারিককে ফার্সী ভাষায় কিতাবদার ও সহকারী গ্রন্থাগারিককে 'দারোগা' বলা হতো। মানব সভ্যতার বিকাশে অতীতের সঙ্গে বর্তমানে এবং বর্তমানকে সুভবিষ্যতের দিকে চালিত করতে গ্রন্থাগার ছাড়া উপায় নেই। টিভির ব্যাপকতার যুগে আমরা প্রচুর ধারাবাহিক নাটক দেখি। কিন্তু মনের গভীরে চিন্তা ও চেতনায় তার ব্যাপ্তি বড় কম। অথচ ছেলেবেলার পড়া শরৎচন্দ্রের গল্পের শ্রীকান্ত বৃদ্ধ বয়সেও মনে দোলা দেয়। শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষায় বিভিন্ন তথ্যের অন্বেষণে ও চিত্তবিনোদনে বইয়ের গুরুত্ব তাই হারায়নি। ইলেকট্রনিক মাধ্যমের সঙ্গে প্রিন্ট মাধ্যমের এই স্বাতন্ত্র্য আজ বই পড়ুন, পড়ান ও উপহার দিন—শ্লোগানকে জোরদার করেছে। গ্রন্থগার বর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলন জোরদার হোক। শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারে এর কোন বিকল্প নেই।

ডাঃ দীপালোক বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডাকঘর: চুপী, জেলা: বর্ধমান, পিন ৭১৩৫১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।